PRESS RELEASE

Arbitration helps emerging economy like Bangladesh to take off

Arbitration helps emerging economy like Bangladesh to take off and expeditious resolution of disputes through arbitration generates confidence to invest in Bangladesh. This was the unanimous view expressed at a dialogue organized by the Bangladesh International Arbitration Centre (BIAC) at the MCCI Conference Room, Dhaka on Saturday, 10 December 2011.

Hon'ble Barrister Shafique Ahmed, Minister for Law, Justice and Parliamentary Affairs was present on the occasion as Chief Guest. He observed that adversarial method of dispute resolution results in buildup of cases and delays disposal. Government is therefore bringing about changes in the laws to make ADR mandatory where possible. To address the theme 'Arbitration in an emerging economy," Key note speaker Prof. Arif Ali, Head of the International Arbitration Practice of the Washington-based law firm Crowel & Moring described how the arbitration process actually works, the key issues to look out for, and the preparation that is essential. Citing specific problems he made certain specific recommendations for capacity building in Bangladesh.

Distinguished panelists from the legal and business community offered their comments on the subject. Former Chief Justice Tofazzul Islam, former Justices Syed Amirul Islam and Awlad Ali, Dr. M. Shah Alam,Chairman ,Law Commission, Helal Ahmed Chowdhury, MD Pubali Bankhighlighted pertinent points relating to Arbitration. Lawyers, officials of the Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Law Commission, Banks and representatives of Business Chambers and corporate houses were present in the meeting and participated in the deliberation.

The Chairman of the BIAC Board Mr. Mahbubur Rahman, stated that there are roughly 19 lac cases pending before the Court of which 6 lac were Civil Cases. . Many business-related cases can be disposed of through arbitration, relieving the pressure on the judicial system and helping business move speedily.

The Dialogue was moderated by BIAC Chief Executive Dr. Toufiq Ali.

বিয়াক প্রেস রিলিজ **ডিসেম্বর ১০, ২০১১**

সালিশী পদ্ধতি বাংলাদেশের ন্যায় উদীয়মান অর্থনীতির বিকাশে সহায়ক।

"সালিশী পদ্ধতি বাংলাদেশের ন্যায় উদীয়মান অর্থনীতির বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং দ্রুততার সাথে বিরোধ নিষ্পত্তি বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আস্থা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।" - 'বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আর্বিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)' আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীগণ এ বিষয়ে একমত পোষন করেন।

গত ১০ ডিসেম্বর এমসিসিআই, ঢাকার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় "উদীয়মান অর্থনীতিতে সালিশী পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি": শিরোনামের এক মত বিনিময় সভা। এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ , গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী। সালিশী বিষয়ে বিশেষজ্ঞ প্রফেসর আরিফ হায়দার আলী সভাং মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন । প্রফেসর আরিফ হায়দার আলী সালিশ পদ্ধতির প্রস্তুতি, গুরুত্বপূর্ণ নিয়মসমূহ এবং এ বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য কতিপয় পরামর্শ উপস্থাপন করেন।

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কে এম হাসান, সৈয়দ জে আর মুদাস্সির হোসেন, তফাজ্জল ইসলাম, বিচারপতি আওলাদ আলী, ব্যারিস্টার রফিকউল ইসলাম আদালতের সাহায্য ছাড়াই বাণিজ্যিক বিরোধ সালিশী পদ্ধতিতে দ্রুত নিষ্পত্তির পরামর্শ দেন এবং আদালতের চাপ কমাতে আদালতের বাইরে নিরেপেক্ষভাবে বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব বলে মত প্রকাশ করেন। তারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তিতে সালিশী রোয়াদাদ কার্যকর করতে আন্তর্জাতিক সমঝোতা চুক্তি সম্পাদনের উপর জোর দেন। আইনজীবি, আইন মন্ত্রণালয়, আইন কমিশন, বিভিন্ন ব্যাংক, কর্পোরেট হাউস ও ব্যবসায়ি সংগঠন-এবং আইএফসি (IFC)-এর প্রতিনিধিগণ মত বিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন।

'বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আর্বিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)' সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত ও অনুমোদিত একটি প্রতিষ্ঠান। আর্বিট্রেশন পদ্ধতিতে সহায়তা করা, দেশের অভ্যন্তরের এবং আন্তর্জাতিক বানিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি করা, এজন্য প্রাসঙ্গিক বিধিমালা ও সুবিধাটিতে তৈরি করে সহজে ও কার্যকরভাবে আর্বিট্রেশনে সহায়তা করা বিয়াকের অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়াও বিয়াক আর্বিট্রেশনের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিতকরণের উদ্দেশ্যে নিয়মিত সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। 'ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, বাংলাদেশ', 'ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি' এবং 'মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি', ঢাকা 'বিয়াক'-এর স্পন্সর। 'বিয়াকে'র অফিস স্থাপন এবং প্রথম তিন বছর এর কার্যাবলি পরিচালনার জন্য 'ইন্টারনেশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি)' 'ইউকে এইড' ও 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন'-এর অর্থায়নে সহযোগিতা করছে।

মত বিনিময় সভাটি পরিচালনা করেন বিয়াক এর প্রধান নির্বাহী ডঃ তৌফিক আলী এবং সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন বিয়াক এর চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান ।